আহসান হাবীব

মাইন্ড দ্যা গ্যাপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই তো গত বছরেই আমরা লন্ডন গিয়েছিলাম তিন কার্টুনিস্ট- আমি, মেহেদী হক আর সৈয়দ রাশাদ ইমাম তন্ময়। গিয়েছিলাম একটা কমিক ফেস্টিভ্যাল এটেন্ড করতে। তারই রম্য ভ্রমণ বর্ণনা এই বই।

আহসান হাবীব

প্রচ্ছদ : মেহেদী হক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাইন্ড দ্যা গ্যাপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাইন্ড দ্যা গ্যাপ

আহসান হাবীব

জাগৃতি প্রকাশনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Dedicated to

Robin Davies

Nice man I ever saw...
(Dear Robin,
you have to learn bangali immediately
to read this book...Ha Ha Ha...!)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূ মি কা

একটা কার্টুন কমিকস ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে গিয়েছিলাম ইস্ট লন্ডনে, ব্রিটিশ কাউন্সিলের সৌজন্যে। ভাবলাম আমাদের ট্যুরটা মজা করে উন্মাদে ধারাবহিকভাবে লেখা যাক। পাঁচ কিস্তি লেখার পর আর ধৈর্য থাকলো না। এদিকে একুশের বইমেলাও চলে এল। আর বইমেলা মানেই জাগৃতির দীপনের ঘন ঘন ফোন। কাজেই দুইয়ে দুইয়ে পাঁচ (অতিরিক্ত ১ হচ্ছে লেখার সঙ্গে ফাও স্কেচ আর ছবি)! শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াল তা পাঠকের উপরই ছেড়ে দিলাম।

সবাইকে মহান একুশের শুভেচ্ছা।

আহসান হাবীব
উন্মাদ কার্যালয়, মিরপুর-১, ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্ব - ১

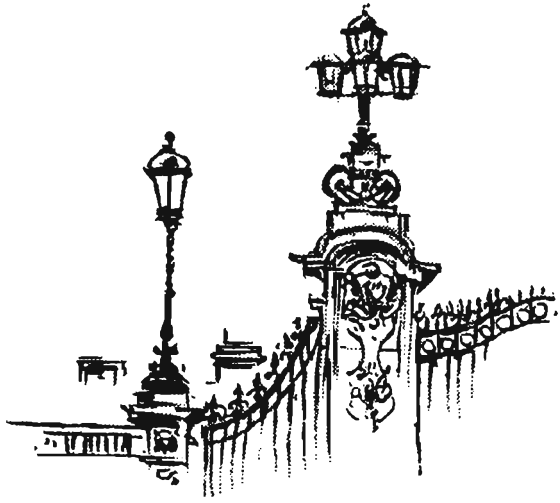

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'লন্ডন শহরের নাম
শুনেছি পড়েছি বহু দাম
টিকিটের জোটেনিকো তাই
সে শহর দেখা হয় নাই!'

এটি কবি আতাউর রহমানের বহু পুরাতন একটি কবিতা। যখন লন্ডন শহরে যাওয়া একটা ব্যাপারই ছিল, এবং কেউ লন্ডন থেকে ঘুরে আসলে তাকে বলা হতো 'বিলেত ফেরত' সেই সময়কার কবিতা। কবির আক্ষেপ! লন্ডনের টিকিট না পাওয়ার একটা হাহাকারও বটে।

তো সেই লন্ডন আমরা ঘুরে এসেছি। ভাবলাম আমিই একটা ভ্রমণ-কাহিনী লিখি না কেন?

মনে আছে একসময় আমার মেজো ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবাল যখন আমেরিকা ছিল প্রায় ষোলো বছর, তখন সে সেখান থেকে উন্মাদে একটা ধারাবাহিক লেখা লিখত আমেরিকা নিয়ে, নাম ছিল 'দেশের বাইরে দেশ'। সেটা বেশ মজার একটা লেখাই ছিল। তো সেই চিন্তা থেকে ভাবলাম আমিও একটা শুরু করি, কেন গেলাম কি দেখলাম সেখানে; আর সবচেয়ে বড় কথা এই ট্রিপটা ছিল সম্পূর্ণ কার্টুন কমিকস বিষয়ক একটা ট্রিপ... যে বিষয় নিয়ে এই জীবনটাই প্রায় কাটিয়ে দিলাম!

তবে বিষয়টা শুরু করতে হবে একটু আগে থেকে। আমার অফিসে একদিন তন্ময় এসে হাজির।

তন্ময় ছোটবেলা থেকে উন্মাদে কার্টুন আঁকে। যখন তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাড়ি-মোচ উঠতে শুরু করেনি সেই সময় থেকেই... তবে এখন তার দাড়ি-মোচের ঠেলায় তার আসল চেহারাই দেখা যায় না! তো তন্ময় আমার অফিসে এসে হাসি-হাসি মুখে বসল। তার এই হাসি-হাসি মুখ দেখলে আমি ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত হয়ে উঠি। কারণ সে নিশ্চয়ই বিদেশ সংক্রান্ত কোনো তথ্য নিয়ে এসেছে।

– কি কিছু বলবা?

– জি বস।

– বলো।

– আপনাকে তো বস নেপাল যেতে হবে।

ব্যাস শুরু হয়ে গেল তার কাহিনী।

কার্টুনিস্টরা নেপাল যাচ্ছে একটা কার্টুন-ফেস্টিভ্যালে এটেন্ড করতে। আমাকে ওদের মেন্টর হিসেবে যেতে হবে। ওদের সঙ্গে প্রোগ্রামটা সেরকম ভাবেই সেট করা।

আমি না করলাম। কারণ আমার প্রবল বিদেশ-ভীতি আছে। প্লেনে চড়লেই আমার হার্টের প্যালপিটিশন শুরু হয়ে যায়। তাছাড়া নেপাল একবার গিয়েছি।

তন্ময়কে মোটামুটি ঠেলে-ঠুলে অফিস থেকে বের করে দিলাম, এবং ওকে হুঁশিয়ার করে দিলাম এরপর যদি সে বিদেশ সংক্রান্ত কোনো আলাপ নিয়ে আসে তবে উন্মাদের সহকারী পদ থেকে তাকে বহিষ্কার করা হবে।

কিন্তু কদিন বাদেই আবার সে এসে হাজির। আবার সেই দাড়ি-গোফের ফাঁকে হাসি-হাসি মুখ...

– কি কিছু বলবা?

– জি বস।

– বলো।

– আপনাকে তো বস ইরান যেতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইরানের কাহিনীটা একটু ভিন্ন। ইরান কালচারাল সেন্টার থেকে একবার ফোন এল। তারা জানাল তাদের দেশের কয়েকজন রম্যলেখক ও কার্টুনিস্ট এসেছেন। তারা একটা সেমিনারের মতো আয়োজন করেছে; এখন উন্মাদ থেকে যেন কিছু কার্টুনিস্ট যায়।

যেদিন প্রোগাম সেদিন আর কার্টুনিস্টদের পাওয়া যায় না। আমি দুজন নন কার্টুনিস্টকে (এরা আসলে আইডিয়ানিস্ট, যারা কার্টুন আঁকে না কিন্তু উন্মাদে কার্টুনের আইডিয়া দেয়।) পাঠিয়ে দিলাম। তারা ফলপ্রসূ সেমিনার করে ফিরে এল। (ফলপ্রসূ মানে ওখানে নাকি প্রচুর ফল খাইয়েছে ওরা!)

পরে আমরা এর উপর একটা প্রতিবেদন তৈরি করে উন্মাদে ছাপিয়ে দিলাম। পাঠিয়েও দিলাম কালচারাল সেন্টারে। তারা বেশ প্রীত হল এই ঘটনায়। সেই প্রেক্ষিতেই সম্ভবত এই নতুন অফার।

AMARBOI.COM

তো এবারও আমি মেন্টর হিসেবে ইরান যেতে রাজি হলাম না। তন্ময় আর মেহেদী গেল। ইরানে তারা অনেক কিছু দেখে এল, শিখে এল। পুরস্কারও নিয়ে এল।

ভালোই চলছিল...।

আবার কিছুদিন পর তন্ময় এসে হাজির। আবার সেই দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে ফিচেল হাসি?

– আবার কি? আমি বিরক্ত।

– না কিছু না।

– তাহলে হাসো কেন?

সে মাথা চুলকায়।

– কিছু বলবা?

– জি বস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– বলো।

– আপনাকে তো বস লন্ডন যেতে হবে।

আমার যেন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল।

ওকে অনেকবার বলেছি আমার বিদেশ-ভীতি আছে, আমি এসবের মধ্যে নেই। যে দুবার বিদেশ গিয়েছি তাও বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে ভারত আর নেপাল। একবার বড় ভাই তার সঙ্গে আমাকে আমেরিকা নিতে চেয়েছিল। তাকে অম্লান বদনে মিথ্যে বলেছিলাম, আমার পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে। তারপর তার ধমক খেতে খেতে... সে অন্য কাহিনী!

আমি এবার রীতিমতো হুঙ্কার দিলাম,

– তোমাকে তো বলেছি...

যা হোক তন্ময় বিরস বদনে বিদায় হল। তবে দুদিন বাদেই আবার হাজির।

AMARBOI.COM

– না বস, এবার বিদেশ না, সিলেট গেলেই হবে।

– মানে?

তারপর অবশ্য তন্ময়ের সম্মান রক্ষার্থে গেলাম সিলেট। সঙ্গে ব্রিটেন থেকে আসা নয়জন শিল্পী ভাস্কর লেখক। তারা সিলেটের সুরমা নদীর আশে-পাশের ছয়টি স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করছে, যেটার সাথে আবার ব্রিটেনের টেমস নদীর আশে-পাশের স্কুলের বাচ্চারাও যুক্ত; বেশ জটিল এবং ইন্টারেস্টিং একটা প্রোগাম। তন্ময় বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করবে যথারীতি আমি এই প্রোগ্রামের মেন্টর!

তবে প্রোগ্রাম ভালো হল। তন্ময় এবার একাই গেল লন্ডনে, এবং সেখানে তার কাজ যেগুলো সে সিলেটের বাচ্চাদের দিয়ে করিয়েছে, সেরা কাজ হল। এই প্রথম আমি টের পেলাম যে, না, তন্ময় সত্যি সত্যি তার তথাকথিত মেন্টরকে ছাড়িয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যা হোক, এর মধ্যে আবার খবর পেলাম সে নাকি আবার লন্ডন গেছে। তার লন্ডন যাওয়াটা যেন মিরপুর-গুলিস্তান ট্রিপের মতো হয়ে গেছে! সকালে যায় বিকালে ফিরে আসে। এবার গেছে ব্রিটেনের বাচ্চাদের দিয়ে টেমস নদী আঁকাতে।

তো বেশ ভালোই চলছিল। এর মধ্যে আবার একদিন তন্ময় হাজির। এবারও সেই দাড়ি-গোঁফের আড়ালে ফিচেল হাসি-হাসি মুখ।

– কি? কিছু বলবা?

– জি বস।

– বলো।

– আপনাকে তো **ব্রিটিশ কাউন্সিল** যেতে হবে। একটা জরুরী মিটিং আছে ওখানে...

তাও ভালো বিদেশের আলাপ না!

এর মধ্যে ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকেও ফোন এল, তারা কোন একটা বিষয়ে আলাপ করতে চায়।

তো গেলাম। গিয়ে সেখানে পরিচয় হল পরিচালক রবিন ডেভিসের সঙ্গে (তার সঙ্গে আগেও একবার দেখা হয়েছে অন্য একটা প্রোগ্রামে)।

তিনি ঢুকেই খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোমরা বাঙালিদের খুবই বাজে একটা স্বভাব আছে তোমরা শুধু মিটিংয়ে বসে আঙুল ফোটাও...' বলে তিনি নিজেই অভিনয় করে দেখালেন আমরা কিভাবে আঙুল ফোটাই। তারপর যে ঘটনাটা করলেন তা দেখে আমি চমৎকৃত।

তিনি বললেন, 'কেন নাক ফোটাতে পারো না?' বলে সত্যি সত্যি কট করে তার খাড়া নাকটা ফোটালেন!

এই প্রথম জানলাম। মানুষের নাক ফোটানো যায়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যা হোক অচিরেই তিনি মূল আলোচনায় তার নাকটা গলালেন... এই আলাপ-সেই আলাপের মধ্যে যেটা বেরিয়ে এল সেটা হচ্ছে আমাকে লন্ডন যেতে হবে। সাথে যাবে তন্ময় আর মেহেদী হক। উদ্দেশ্য ইস্ট লন্ডনে একটা 'গ্রাফিক নভেল ফেস্টিভ্যাল' হবে। সেটা আমাদের দেখতে হবে। কারণ দেশে ফিরে সেইরকম একটা ফেস্টিভ্যাল করা হবে।

কি জ্বালা!

আমি রবিন ডেভিসকে বললাম, জনাব আমার প্লেনভীতি আছে। আমি যাব না।

তিনি আমার কথার উত্তরে বললেন, 'তোমরা যাচ্ছো বিশ তারিখ আর ফিরছো ছাব্বিশ তারিখ। আর ফিরেই আটাশ তারিখ আমরা আবার একটা মিটিং করব, ওকে?' বলে হ্যান্ডশেক করে গট গট করে চলে গেলেন।

AMARBOI.COM

আমি হতভম্ব!

বলে কি? আমাকে লন্ডন যেতে হবে!

এই হচ্ছে লন্ডন যাওয়ার পূর্ব প্রস্তাবনা।

বাসায় এসে স্ত্রীকে বললাম, আমি তো লন্ডন যাচ্ছি।

স্ত্রী মুখ বাঁকাল।

'একা কক্সবাজার যেতে পারো না বউ নিয়ে, তুমি যাবে লন্ডন!'

আমি বললাম, 'না, সাথে মেহেদী আর তন্ময়ও যাবে।'

তখন সে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল, মানে তাহলে একটু সম্ভাবনা আছে।

আমার মেয়ে আর ভাগ্নি দুজনেই তখন তখনই লিস্ট বানাতে শুরু করে দিল তাদের জন্য কি কি আনতে হবে লন্ডন থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে বলাই বাহুল্য তখন পর্যন্ত আমার পাসপোর্ট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! আমি ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে আছি যে পাসপোর্ট নির্ঘাত ডেট ওভার হয়ে আছে, আর এত শর্ট টাইমে পাসপোর্ট রিনিউ করাও যাবে না। আর আমাকে যেতেও হবে না।

কিন্তু কি আশ্চর্য! পাসপোর্ট পাওয়া গেল এবং দেখা গেল রিনিউও করতে হবে না; এখনো ছয় মাস পর্যন্ত মেয়াদ আছে।

এবং কি আশ্চর্য সত্যি সত্যি দেখি আমার ইউকে-এর ভিসাও হয়ে গেল। পাউন্ড-টাউন্ড সব রেডি। মানে সত্যি সত্যি যাচ্ছি লন্ডন?

কি জ্বালা!!

তারপর সত্যি সত্যিই একদিন সকালে বিশাল এক ফাঁপা স্যুটকেস (ভিতরে খালি, কারণ আসার সময় জিনিস ভরে আনতে হবে!) নিয়ে আমিরাটসের বিশাল এক প্লেনে চড়ে বসলাম। জানালার ধারে সিট আমার, পাশে মেহেদী আর তন্ময়। তারা দুজন আগে বিদেশ-টিদেশ বেশ ঘুরেছে, তাদের দেখলাম তেমন বিকার নেই। এ্যাজ ইফ যেন ঢাকার ডাবল ডেকার বাসে চড়েছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি যথেষ্ট উত্তেজনা বোধ করছি! এই প্লেনে টানা পাঁচ ঘণ্টা বসে থাকতে হবে... দুবাই না আসা পর্যন্ত...!

প্রচণ্ড গর্জন করে প্লেনটা ঢাকা এয়ারপোর্ট ত্যাগ করল। আমি নিচে তাকিয়ে দেখি আমার প্রিয় ঢাকা, বাংলাদেশ আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে। আমার কেন যেন ভীষণ কষ্ট হল।

প্রিয় মাতৃভূমি, আবার ফিরে আসব তো...?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্ব - ২

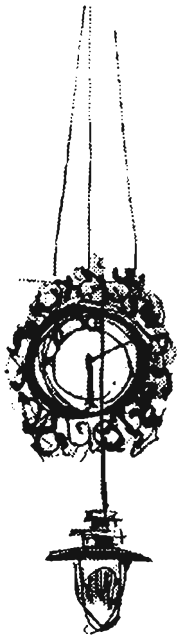

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে আমাদের প্লেন উড়ে চলেছে। গতি বারোশ মাইল পার আওয়ার, তাপমাত্রা মাইনাস সাঁইত্রিশ ডিগ্রি... এসব তথ্য আমি আমার সিটে বসে আমার সামনের স্ক্রিনে পাচ্ছিলাম।

মজার ব্যাপার হচ্ছে বিশাল এই প্লেনটির নাকের ডগায় একটা ক্যামেরা আছে, প্লেনটির পেটে একটি ক্যামেরা আছে, আবার তার লেজেও একটা ক্যামেরা ফিট করা আছে। (কে জানে হয়তো এই প্লেনের কোথাও লেখা আছে এই প্লেন সিসি ক্যামেরা দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত!) এই তিন ক্যামেরা নিয়ে ঝড়ের বেগে উড়ে চলেছে আমাদের প্লেন।

তিনটি ক্যামেরার যে কোনোটি অন করে আমার সামনের স্ক্রীনে দেখতে পারি। মাঝে মাঝেই দেখছিলাম... তবে সে দৃশ্য ভীতিকর... মেঘ ছিঁড়ে-ফুঁড়ে উড়ে যাওয়া একটি বিশাল প্লেন... আর সেই প্লেনের পেটে আবার আমিই বসে দেখছি... সত্যিই জটিল!

এমনিতেই আমার প্লেনভীতি আছে।

হঠাৎ তাকালাম প্লেনের পাখাটার দিকে। আমার সিট জানালার পাশে, প্লেনের পাখাটি দেখা যায়। তাকিয়ে দেখি বাঁশ পাতার মতো থর থর করে কাঁপছে পাখাটি। আর সেখানে বাড়ি খেয়ে খেয়ে মেঘগুলো ছিঁড়ে-ফুঁড়ে যাচ্ছে এদিক-ওদিক। আমার কলজে উড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা (মনে মনে আমি রাইট ব্রাদার্সকে গালি দিলাম এই জিনিস আবিষ্কার করার কি দরকার ছিল)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালো করে তাকিয়ে দেখি প্লেনের পাখার উপর ইংরেজিতে লেখা, 'দয়া করে এখানে হাঁটবেন না... ।'

বলে কি! ঐ অবস্থায় ঐখানে হাঁটতে যাবে কোন্ বুরবক?? যা হোক ভয়ের চোটে আমি জানালার সাটার নামিয়ে আমার সঙ্গী দুই তরুণ কার্টুনিস্টের দিকে মনোযোগ দিলাম। তারা দুজন তখন সিনেমা দেখায় ব্যস্ত!

আমরা যাচ্ছি ঢাকা থেকে দুবাই। যে কারণে প্লেনভর্তি সব দুবাইগামী যাত্রী। বেশির ভাগই শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ। তারা দেখলাম খুবই ফ্যামিলিয়ার। তাদেরকে দেয়া পাতলা কম্বল একজন দেখি লুঙির মতো করে পরে দিব্যি প্যাসেজে মর্নিং ওয়াক করার মতো করে হাঁটা-হাঁটি করছে।

অতীব রূপসী এয়ার হোস্টেসরা বার বার অনুরোধ করছে তাকে জায়গায় গিয়ে বসার জন্য, সে ভ্রূক্ষেপ করছে না।

একজন দেখলাম প্লেনের ইমার্জেন্সি ডোর জোনে নামাজ পড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেছে। এয়ারহোস্টেসরা আপ্রাণ চেষ্টা করছে, এখানে নামাজ পড়া যাবে না–এটা বোঝাতে।

কিন্তু সে নামাজী ফিউরিসিরিয়াস (ফিউরিয়াস+সিরিয়াস)...

এক পর্যায়ে এয়ার হোস্টেস গেছে ক্যাপ্টেনের কাছে বিষয়টা হয়তো জানাতে, ক্যাপ্টেনসহ ফিরে এসে দেখে সেই নামাযী ততক্ষণে রুকুতে চলে গেছে।

কে জানে একমাত্র এয়ার হোস্টেসরাই বোধহয় পারে প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়েও মুখে অকৃত্রিম হাসি ধরে রাখার অভিনব কৌশল। আমি সেটাই ফিল করলাম।

অ্যামিরাটস প্লেন-এ ওয়াইন ফ্রি। যে যেমন খেতে পারো, এমনটাই শুনেছিলাম। সবাই খাচ্ছে; বাঙালি যাত্রীদের উৎসাহই মনে হল বেশি। রেড ওয়াইন, ভদকা, বিয়ার... সবই চলছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, হাই তন্ময়! চল হয়ে যাক... (ইংল্যান্ড যাচ্ছি বলে ইংরেজি বলার প্রস্তুতি হিসেবে মাঝে মধ্যে হাই হুই এসব বলতে শুরু করেছি ইদানীং!)

তন্ময় মুখ শুকনা করে বলল, 'না বস আপনি খান...।'

এবার মেহেদীর দিকে তাকিয়ে বললাম, কি মেহেদী চলবে নাকি? মেহেদী অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে কানে হেডফোন লাগিয়ে তার সামনের স্ক্রীনে ছবি দেখায় মনোযোগী হয়ে উঠল। তন্ময় তবু যদ্দুর জানি সিগারেট না খেলেও পকেটে সবসময় লাইটার রাখে! কিন্তু মেহেদী তো পুরাই 'অরণ্যদেব'! অরণ্যদেব (Phantom) কেন বললাম? পৃথিবীতে যত সুপার ম্যান কমিকস ক্যারেক্টার আছে তার মধ্যে সবচে ভদ্র মার্জিত হচ্ছে অরণ্যদেব; এমনকি সে বারে গিয়ে সবসময় দুধ-এর অর্ডার দেয়। (মেহেদী কমিকস আঁকে দেখে এই উদাহরণটাই মাথায় এল তার সম্পর্কে। তাছাড়া আমাদের ইংল্যান্ড সফরটাও কার্টুন-কমিকস বিষয়ক।)

কি আর করা! শেষ পর্যন্ত আমি একটা ভদকার বোতল নিলাম! হা হা হা ... আসলে ঠিক মদ্যপানের জন্য নয়। ভদকার বোতলটাকে বোতল না বলে শিশি বলাই ভালো, এবং এত সুন্দর কিউট ভদকার শিশি আমি জীবনে দেখি নি। আমি ভাবলাম এই বোতলটা প্রকাশক আলমগীর ভাইকে গিফট করব দেশে নিয়ে গিয়ে। তিনি এ ধরনের ছোট ছোট ওয়াইনের বোতল-এর একজন ভালো সংগ্রাহক। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত এই বোতল আলমগীর ভাইকে গিফট করা হয় নি। (...শূন্য বোতল দেশে ফিরেছে!!)

ঢাকায় বসে শুনেছিলাম দুবাই পৌছতে আমাদের লাগবে তিনঘণ্টা। প্লেনে উঠে পাঁচ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে দুবাইয়ের খবর নেই! ব্যাপার কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর আরেকটা আশ্চর্যের ব্যাপার... ঢাকা থেকে রওনা হয়ে ছিলাম দশটায় এখন প্লেনের ভিতর বসে দেখি বাইরে তখনও ঝকঝকে রোদ, কিন্তু ইতোমধ্যে তো বিকাল হয়ে আসার কথা!

এর মানে কি? সময়ের এ কোন্ গোলক ধাঁধাঁয় পড়লাম?

তখনই বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদের একটা চিঠির কথা মনে পড়ল। তাঁর চলে যাওয়ার পর তার পুরোনো চিঠিপত্র পড়তে গিয়ে আমাকে লেখা একটা চিঠি খুঁজে পেলাম। সেখানে এই সময়ের ব্যাপারটাই আছে... চিঠিটা এরকম (বলাই বাহুল্য চিঠিটা লেখা সেই সময়ে, যখন আমি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছি)...

শাহীন

মজার ব্যাপার হল Tokyo থেকে রওনা হয়েছি ১৮ই আগস্ট সন্ধ্যাবেলা সিয়াটলে পৌঁছেছি ১৮ই আগস্ট ভোর বেলা। এরকম অদ্ভুত ব্যাপার হয় Jet plane এ প্রশান্ত মহাসাগর Cross করলে।

এই বিচিত্র দেশ যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। আশা করছি তুমিও শিগগীরই এখানে আসবে।

কি পড়বে ঠিক করে ফেল। Dept. of statistic-এ অবশ্যই Test দিবে। মেডিকেলে Test দিবে। ভাল করে পড়াশুনা করে।

মনে রাখবে বাসায় তুমিই আইনত প্রধান ব্যক্তি। প্রধান ব্যক্তির Position সুখের নয়। সব কিছু লক্ষ্য করতে হয়। টিংকুদের বাসায় যাবে প্রায়ই। খোঁজ-খবর করবে। তোমাদের জন্যে জিনিস-পত্র সহজেই পাঠানো যায়। কিন্তু তোমরা Tax দেবে কি করে। তবু প্রয়োজন হলেই লিখবে।

দাদাভাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই। বড় ভাইয়ের চিঠিতে শেষের দিকে, আমাকে যেমন পরিবারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে দায়িত্ব আমি কেমন পালন করেছি তা, আমার মেজো ভাইয়ের (মুহম্মদ জাফর ইকবাল) আরেক চিঠিতে (বড় দুই ভাই-ই তখন আমেরিকায়) নিদারুণ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যে চিঠি মাঝে মাঝেই আমার স্ত্রী বের করে তার কিয়দংশ পড়ে আর বলে, 'ছি ছি তুমি এমন ছিলে... আগে জানলে তোমার সঙ্গে ...!' ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার মেয়েও সেদিন এই ঐতিহাসিক চিঠি পড়ে বলেছে, 'ছি ছি বাবা বড় চাচারা যখন বিদেশে ছিল তুমি তো তখন বখাটে ছিলে দেখছি ...!'

(মেজো ভাইয়ের সেই চিঠি যেটা আমার মাকে লেখা ১৯৭৯ সালে তার কিয়দাংশ ছাপিয়ে দিলাম...

'... শাহীন পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে বলে আপনি লিখেছেন। বাসায় অন্তত একজন পড়াশুনা করুক। শাহীনকে বলবেন তার পড়াশুনার খবর পেয়ে আমার খুব মন খারাপ হয়েছে– তাকে বুঝিয়ে চিঠি লিখতে বলেছেন, আমার ইচ্ছে নেই। তেইশ বছর বয়সের কাউকে কিছু বোঝানো যায় না। এই বয়সে মানুষের নিজের চিন্তা ভাবনা তৈরী হয়– কেউ কিছু বললে সেসব বদলাবে না। আব্বা মারা যাবার পর অনেক কিছু হতে পারত এখন পর্যন্ত কিছু হয় নি– হয়তো শাহীনের পড়াশুনার উপর দিয়েই যাবে।')

হাঃ হাঃ হাঃ ... না তবে শেষ পর্যন্ত আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোলে সসম্মানে অনার্স সহ মাস্টার্স করেছি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্ব - ৩

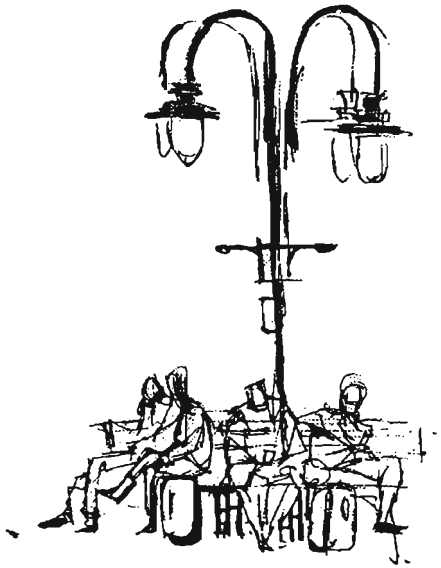

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রায় ছঘণ্টা পর আমরা দুবাইয়ে পৌছলাম। এয়ারপোর্টে ঢুকতে যাব, দেখি ইমিগ্রেশনের ওখানে সবাই বেল্ট, জুতা, মোজা খুলে ফেলছে তড়ি-ঘড়ি করে। সেগুলো চলমান একটা ট্রেতে রাখছে। শুনেছি এটাই নিয়ম; শরীরে কোনো ধাতু (Metal) রাখা যাবে না ওদের মেটাল ডিটেক্টর গেট দিয়ে ঢোকার সময়।

বিদেশীদের দেখা-দেখি আমিও বেল্ট খুলে ফেললাম। কিন্তু হায় হায় কি সর্বনাশ! এ প্যান্টটা এতই ঢিলে যে দ্রুত নেমে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি এক হাতে প্যান্ট আরেক হাতে বোর্ডিং কার্ড নিয়ে ঢুকতে যাব, গেটে কোঁ কোঁ শব্দ করে উঠল।

আমাকে আটকালো গেটের সিক্যুরিটি। আরবিতে কি বলল কিছুই বুঝলাম না। তবে যেটা বুঝলাম আমি ঢুকতে পারব না। আবার আসতে হবে। ওদিকে তন্ময় মেহেদী ঢুকে গেছে।

আবার নিজেকে চেক করলাম। না কোনো মেটাল জাতীয় জিনিস নেই শরীরে। আবার ঢুকতে গেলাম আবার সেই আরবিতে আগডুম বাগডুম কি বলল, কিছু বুঝলাম না।

আবার ফিরে এলাম। কি যন্ত্রণা। আবার নিজেকে থরো চেক করলাম। মানিব্যাগে কিছু পাউন্ড কাগজ-পত্র আর তো কোনো মেটাল নেই। তাহালে আমাকে আটকাচ্ছে কেন বার বার?

তখন মাথায় একটা বুদ্ধি ক্লিক করল। লেখক সোনালি ইসলামের কাছে এই ধরনের একটা গল্প শুনেছিলাম, তিনি প্রায়ই বিদেশ ঘোরেন। সেই গল্পই এবার ঝাড়লাম, মানে কাজে লাগালাম।

তৃতীয়বার যখন আবার আটকাল বললাম, 'আমার তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেসমেকার লাগানো আছে বুকে বোধহয় ওটার কারণেই তোমাদের মেশিন বার বার কোঁ কোঁ করছে...!'

তখন সেই আরবি বিশেষজ্ঞ মাখনের মতো গলে গিয়ে ইংরেজিতে বল 'স্যরি স্যরি... গো এহেড!'

যাহোক মেটাল রহস্য উদ্ধার করতে পারলাম না, তবে যেটা হতে পারে, আমার স্ত্রী প্রায়ই বলে আমি নাকি 'কঠিন হৃদয় পুরুষ!' তবে কি সেই কাঠিন্য পাথর থেকে মেটালে টার্ন নিয়েছে ইতোমধ্যে? কে জানে! (তবে পরে দেশে ফিরে অবশ্য শার্লক হোমসের মেধা খাটিয়ে এই মেটাল রহস্য উন্মোচন করতে পেরেছিলাম!)

যা হোক দুবাই এয়ারপোর্টে ঢুকে অবাক হলাম, সব কিছু এত বেশি সাজানো গোছানো যে কিছু ছুঁতেও ভয় লাগে। দুবাইয়ে দুই ঘণ্টা বসে থাকতে হবে। আমি বসেই রইলাম। তন্ময় আর মেহেদী তাদের স্কেচ বুক খুলে আঁকতে শুরু করল।

ঢাকায় আরেক ভ্রমণ বিশেষজ্ঞ আমাকে আগেই সাবধান করেছিল যে দুবাইয়ে নেমে যেন কিছু কেনা-কাটা না করি। কারণ ওরা ভাংতি পাউন্ডে ফেরত দিবে না। ফলে যা ফেরত দিবে তা আর পরে আমার কোনো কাজে লাগবে না। কাজেই কোনো কেনা-কাটায় গেলাম না।

এক ফাঁকে দুয়েকটা দোকান ঘুরে দেখলাম। একটা দোকানে ভয়াবহ সব বনরুটি যা দেখে রুটির উপর থেকে ভক্তি উঠে গেল। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে আরিচা ঘাটের হোটেলগুলোর মতো করে সুন্দরী তরুণীরা আমাদের খেতে ডাকাডাকি করছিল। যদিও সুন্দরীদের ডাকে সাড়া দেই নি আমরা!

দেখতে দেখতে আড়াই ঘণ্টা কেটে গেল। আবার প্লেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবারও আমিরাটস। তবে এবার সমস্ত প্লেনে আমরা তিন কাল্লু আর সবই সাদা চামড়া।

এবার যাত্রাও আরো দীর্ঘ, প্রায় আট নয় ঘণ্টা বসে থাকতে হবে প্লেনে। বসে বসে এবার সিনেমা দেখলাম বেশ কয়েকটা। সময় কেটে যাচ্ছে দিব্যি, টেরই পাচ্ছি না।

বলাই বাহুল্য প্লেনভীতি তখন অনেকটাই কেটে গেছে বা যাচ্ছে আর তখন হঠাৎ লাউড স্পিকারে বলা হল, 'প্রিয় প্যাসেঞ্জার, প্রথম হাফ টাইম আমরা নির্বিঘ্নে যাত্রা করব। তবে পরের হাফে একটু সমস্যা হতে পারে... যথাসময়ে আপনারা সিট বেল্ট বেঁধে নেবেন...।'

শুনে তো আমার কলজে উড়ে গেল। বলে কি! আমি ঘড়ি ধরে পরের হাফের জন্য অপেক্ষা করছি... কি সমস্যা হতে পারে? তাকিয়ে দেখি আমার দুই সহযাত্রী মেহেদী আর তন্ময় প্লেনের গর্জনকে পাল্লা দিয়ে নাক ডাকছে। আমার ধারণা ছিল আমার মতো বৃদ্ধরাই বুঝি নাক ডাকে, কিন্তু তরুণরা যে এমন চমৎকার সুরেলা নাসিকা গর্জন করতে পারে তা জানা ছিল না।

মেহেদী আবার ভালো বাঁশিও বাজায়... সে চৌরাসিয়ার ভক্ত, সে কারণেই কিনা কে জানে, তার নাসিকার সুরে চৌরাসিয়ার আমেজ পাচ্ছিলাম যেন।

প্রথম হাফ চলে গেল।

এয়ার হোস্টেসরা এসে সবাইকে সিটবেল্ট বাঁধতে বলল। তার মানে এখন পরের হাফের ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রা শুরু...!

আমার তো বুকের ভিতর ধুক পুক শুরু হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখি আমার দুই তরুণ সহযাত্রী সিটবেল্ট বেঁধে দ্বিতীয় দফায় নাক ডাকা শুরু করেছে।

হঠাৎ প্লেনটা দুবার ঝাঁকি খেলো... ব্যস, এটাই ঝুঁকিপূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাত্রা! তারপর আবার নিরাপদ যাত্রা... ননস্টপ।

আসলে ইদানীং প্লেনযাত্রা নাকি এতটাই নিরাপদ যে প্লেনে যান্ত্রিক ত্রুটি ঘটার আশঙ্কা না থাকায় কোনো ইঞ্জিনিয়ারই প্লেনে থাকে না। সব কিছুই কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত, কোনো সমস্যা হলে প্লেন তা নিজে নিজেই ঠিক করে নেয়।

অবশেষে হিথ্রো বিমান বন্দর স্পর্শ করল আমাদের প্লেন। আমার খুবই আশ্চর্য লাগছিল আমার মতো গভীরতম কুয়োর ব্যাঙ সত্যি সত্যি লন্ডনে চলে এলাম!

ভ্রমণ বিশারদরা বলে পৃথিবীতে নাকি দুটো শহর না দেখলে ভ্রমণ সম্পূর্ণ হয় না। একটা হচ্ছে কোলকাতা শহর আরেকটা হচ্ছে লন্ডন শহর। তাহলে তো আমি সেদিক থেকে লাকি! কোলকাতা দেখেছি, এবার লন্ডন দেখার পালা।

ইমিগ্রেশনে দেখি দুজন বসে আছে। একজন ভয়ঙ্কর দর্শন পুরুষ। চেহারাটা চায়নিজ টাইপ, দাড়ি থাকলে তাকে চেঙ্গিস খাঁ বলে চালিয়ে দেওয়া যেত। আরেকজন অতীব সুন্দরী ব্রিটিশ মহিলা।

আমি তন্ময়কে বললাম, চল মহিলার কাছে যাই আমরা।

মহিলার কাছে গিয়ে তো মহাবিপদ হল! দেখা গেল পুরাই ভাইস ভার্সা! ঐ সুন্দরী মহিলা ভয়ঙ্কর সন্দিহান এক নারী, আর পাশের ঐ চেঙ্গিস খাঁ মাটির মানুষ।

মহিলা নানান প্রশ্ন করল। কেন এসেছি? কদিন থাকব? কেন থাকব... ইত্যাদি ইত্যাদি।

যা হোক শেষ পর্যন্ত তাকে কিছু বাংলা কমিকস গিফট করে দ্রুত উদ্ধার পাওয়া গেল।

হ্যাঁ, অবশেষে আমরা লন্ডন শহরে ঢুকলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তন্ময়ের বন্ধু (আমিও তাকে চিনতাম) দীপ আগে থেকেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল হিথ্রোতে।

তার একটু পরেই চলে এল আমাদের লোটাস। লোটাস, যার ভালো নাম ফিরোজ মোর্শেদ, সে আমার ট্রাভেল পত্রিকা 'ট্রাভেল এন্ড ফ্যাশন'-এর সহকারী সম্পাদক ছিল, উন্মাদেও কাজ করেছে। এখন লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়তে এসেছে। বহুদিন পরে তার সাথে দেখা।

দীপ আর লোটাসের নেতৃত্বে আমরা টিউব রেলে করে রওনা দিলাম আমাদের হোটেলে; যেখানে ব্রিটিশ কাউন্সিল আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছে।

তবে এখানে লোটাস সম্পর্কে একটু বলা দরকার। সে যখন লন্ডনে বসে জানতে পারল আমরা লন্ডনে আসছি, তখন সে লন্ডন থেকে ফোন দিল।

– বস কইমাছ খান তো?

– হঠাৎ কইমাছ কেন? আমি ঢাকা থেকে জানতে চাই।

– বাহ্! আপনাদের লন্ডনে এসে খেতে হবে না?

আমি ভিতরে ভিতরে অবাক হলাম। লন্ডনে গিয়ে কইমাছ খেতে হবে কেন? লন্ডনে কি আর কিছু পাওয়া যায় না? যা হোক লন্ডনে এসে বুঝলাম ঐ কই মাছের মাজেজা।

আমরা হোটেলে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কিন্তু লন্ডনের টাইমে বাজে দশটা। খাওয়া দাওয়ার কোনো বুদ্ধি নেই। সব বন্ধ! মানে কি?

তখন আমাদের লোটাস মৃদু হাসি দিল, তার ব্যাগ থেকে বেরুল বিশাল এক প্লাসটিকের বাক্স। সেখানে আরো ছোট ছোট বাক্স বের করল সে; তার একটায় সেই ঐতিহাসিক কইমাছ, নানান ভর্তা, ভাত আরোও কত কি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যি ফাইভ স্টার হোটেলে বসে টিপিক্যাল বাংলাদেশী খাবার খেতে খুব ভালো লাগল। হঠাৎ করে যেন প্রিয় মাতৃভূমিকে আবিষ্কার করলাম লোটাসের কইমাছের মধ্যে।

আমরা তিনজন আলাদা আলাদা রুম নিয়েছিলাম। এর কারণ আছে; লন্ডন যাওয়ার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আমি এক সঙ্গে থাকতে চাই? না আলাদা আলাদা রুম নেবো? আমি বলেছি, আলাদাই থাকতে চাই। এর কারণও আছে। আরেকবার আরেক প্রোগামে আমি আর তন্ময় গেলাম সিলেটে, সাথে বেশ কিছু বিদেশী। আমাকে জিজ্ঞেস করা হল, আমি আর তন্ময় এক সাথে থাকব, না আলাদা থাকব?

আমি ভাবলাম এক সাথেই থাকি, দুজনে, গল্প করা যাবে। যদিও সে বাচ্চা একটা ছেলে, আর আমি প্রায় বৃদ্ধ। কিন্তু রাতে ঘুমুতে গিয়ে দেখি সে লাপাত্তা! ঘড়িতে একটা বাজে, তখনো তার খবর নেই।

বাইরে বের হয়ে দেখি বারান্দায় এক কোণায় তন্ময় শীতে কাঁপতে কাঁপতে ফিস ফিস করে কথা বলছে মোবাইলে।

তখনি বুঝলাম কত বড় সর্বনাশ করেছি ওর, এক সাথে রুম নিয়ে ... এখন যে সেল ফোনের যুগ সেটা তো মনেই থাকে না!

খাওয়া-দাওয়া সেরে লোটাস আর দীপ প্রস্তাব দিল হেঁটে রাতের লন্ডন শহর দেখা যাক।

আমি আর তন্ময় রাজি তবে মেহেদী বলল তার ক্লান্ত লাগছে, সে ঘুমাবে।

এখানে বলে নেয়া ভালো লন্ডনে এসেই আমরা সবাই ব্রিটিশ সীম আমাদের সেল ফোনে ঢুকিয়েছি, কাজেই দেশে ফোন করা এখন আর কোনো বিষয় না (আমারটা অবশ্য লোটাসই ঢুকিয়ে দিয়েছে)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরে বেশ শীত; আমরা চারজন রাতের লন্ডনের ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগলাম। মেহেদি (তার কথা অনুযায়ী ঘুমাচ্ছে) তার রুমে।

আমার কি হল, তন্ময়কে বললাম মেহেদীকে ফোন দাও, দেখা যাক ও সত্যিই ঘুমুচ্ছে কি না।

তন্ময় ফোন দিল এবং মৃদু হেসে বলল, 'বস ফোন তো বিজি...!'

ফোন বিজি থাকতেই পারে তবে তন্ময়ের এই মৃদু হাসির রহস্য কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্ব - ৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা যে হোটেলটায় উঠেছি সেটা হচ্ছে একটা ফোরস্টার হোটেল। নাম 'রেডিসন ব্লু', আমরা তিনজন তিন রুমে। আমার রুমটা নন স্মোকিং(!) আমাদের সিসটেম হচ্ছে বেড এন্ড ব্রেকফাস্ট। মানে রাতে ঘুমাবো আর সকালে ব্রেকফাস্ট। আর সারাদিন কাজে বাইরে।

ব্রেকফাস্টে গিয়ে একজনের সাথে পরিচয় হল, সে খুবই রসিক টাইপের। সে-ই আমাদের খাওয়া খাদ্যের দায়িত্বে আছে। তার নাম হাসান, বাড়ি তুরস্ক।

আমাদের দেখলেই সে এমন একটা ভাব করে, কোথায় আমাদের বসাবে, সব টেবিলই তো বুকড। আসলে সব টেবিলই খালি। তার ছোট-খাটো হিউমারগুলো বেশ মজার।

যেমন একদিন সে ইচ্ছে করেই একটু দূরের একটা টেবিলে আমাদের বসালো। তার ভাষ্য হচ্ছে খাবার নিতে যেন আমাদের ছোটাছুটি করতে হয় তাহলে কোলস্টরেলের মাত্রা একটু কমবে।

ব্রেকফাস্ট করতে গিয়ে আরেকদিন একটা বেশ মজা হয়েছে। সেদিন গিয়ে দেখি বয় হিসেবে একটা বাঙালি ছেলে। আমাদের চিনে ফেলল, দেশে থাকতে উন্মাদ পড়েছে। এখানে সে পার্ট টাইম বয় হিসেবে আছে, পাশা-পাশি পড়াশুনা করে।

তার সাথে যখন পরিচয় হল তখন আমাদের খাওয়া শেষ। কিন্তু সে ব্যস্ত হয়ে গেল আমাদের বিশেষ কিছু একটা খাওয়াতে। যদিও আমাদের পেট ভরা তারপরও তার অনুরোধে রাজি হলাম।

সে দেখি একটু পর তিনটা বিশেষ কায়দার ডিমের মামলেট নিয়ে এল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা খেলাম।

সে জানালো পরের দিনগুলোতেও সে থাকবে এবং আমাদের আপ্যায়ন চালিয়ে যাবে।

কিন্তু পরদিন আর তাকে দেখা গেল না। আমাদের ধারণা হল, শেষ মুহূর্তে আমাদের ব্যাকরডোর দিয়ে ডিম খাওয়ানোর অপরাধে তার চাকরি নট হয়ে গিয়েছে হয়তো; কে জানে!

যা হোক, ব্রেকফাস্ট সেরে বাইরে বেরুলাম। বারোটায় আমাদের প্রথম মিটিং, লন্ডন ব্রিটিশ কাউন্সিলে। একজন হাইপার কমিকস আর্টিস্টের সাথে, আর একজন কমিকসের উপর পিএইচডি করা ভদ্রলোকের সাথে। তার আগে আমরা ঘুরতে বেরুলাম দীপের তত্ত্বাবধানে (কারণ হাতে কিছু সময় আছে)। রাতে লোটাস চলে গেছে তার বাসায়, লোটন শহরে।

এখানে বলে নেয়া ভালো আমরা যখন হিথ্রো থেকে টিউব রেলে হোটেলে আসছিলাম, তখন একটা খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছে। জীবনের প্রথম টিউব রেলে উঠেছি। অন্যরকম অভিজ্ঞতা।

টিউব রেল পুরাই খালি, বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ব্রিটিশ মহিলা আর পুরুষ বসে আছে। সাথে আছে লোটাস আর দীপ; তারা এসবে অভ্যস্ত।

তন্ময়ের কাঁধে ফোল্ড করা ইজেলের একটা লম্বা স্ট্যান্ড। এই সময় বিশালদেহী এক কাল্লু উঠল। আর উঠেই গুতো খেলো চোখে, তন্ময়ের ইজেলের স্ট্যান্ডে।

ব্যাস আর যায় কোথায়... 'হেই ম্যান আর ইউ ক্রেজি...?' শুরু হয়ে গেল হাউ-কাউ।

আমরা স্যরি ট্যরি বলে বহু কষ্টে তাকে শান্ত করলাম। আমাদের দেশে এরকম কিছু হলে অন্যান্য সহযাত্রী তুমুল আগ্রহে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইধরনের ক্যাচালে অংশ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দেখলাম সাদা চামড়ার ব্রিটিশরা ফিরেও তাকাল না কেউ।

যা হোক সকালে আমরা দীপের গাইডেন্সে বেরুলাম লন্ডন শহর পরিদর্শনে। বারোটায় মিটিং তার আগে যতটা ঘুরে দেখা যায় এই আর কি। প্রথমেই লন্ডনের সেই বিখ্যাত বিগব্যঙ ঘড়ি, লন্ডন আই, লন্ডন হাউজ অফ কমেন্স... তবে যেটা ইন্টারেস্টিং লাগলো প্রতি মোড়ে মোড়ে ভাস্কর্য, একটার চেয়ে আরেকটা সুন্দর। টুকটাক কেনা-কাটাও করলাম। আমি আট পাউন্ড দিয়ে একটা ভালুক কিনে ফেল্লাম। পরে দেখি এই ভালুক পাউন্ড সপে মাত্র এক পাউন্ড!

বারোটায় শুরু হল আমাদের মিটিং। নতুন অভিজ্ঞতা! ইংরেজিতে মিটিং করা কি চাট্টিখানি কথা? আমার ইংরেজি জ্ঞান নিয়ে আমি নিজেই যথেষ্ট সন্দিহান। তারপরও ঠেলাঠুলা দিয়ে চালিয়ে গেলাম কোনো মতে।

আমাদের প্রচুর মিটিং করতে হয়েছে, দিনে প্রায় তিনটা করে। ভাবা যায়? তার মধ্যে একটা আবার স্কাইপে। পরে আমরা মিটিংগুলোকে মোটামুটি একটা ছকে নিয়ে এসেছিলাম। ছকটা এরকম–

প্রথমে ব্রিটিশ কমিকস আর্টিস্টরা তাদের কমিকস নিয়ে বলে তার কাজ নিয়ে বলে, কমিকসে ব্রিটেনের ভূমিকা কি এসব নিয়ে বলে... মোটামুটি দীর্ঘ বক্তৃতা।

তারপর সে আমাদের কমিকস কার্টুন সম্পর্কে জানতে চায়।

তখন আমাদের তরফ থেকে শুরু করে তন্ময়, 'দ্যা সিনারিও অফ বাংলাদেশ ইজ...' (তন্ময় প্রতিবারই এভাবে শুরু করে দেখে বলে আমরা তার নামই দিয়ে ফেললাম সিনারিও তন্ময়। তবে তন্ময় বলে ভালো।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর শুরু করে মেহেদী। মেহেদী হচ্ছে আমাদের মধ্যে কমিকস উইজার্ড, সে মোটামুটি ফাটায়া ফেলে... ব্রিটিশরাও বোধ হয় এত জানে না।

সব শেষে আমার দিকে তাকায় তারা। তারা হয়তো ভাবে আমি সবচেয়ে বয়স্ক বয়োবৃদ্ধ কার্টুনিস্ট, আমি নিশ্চয়ই গুরুগম্ভীর কিছু বলে তাদের চমকে দেবো।

কিন্তু আমার প্রথম প্রশ্নই ব্যক্তিগত– তোমার ছেলে-মেয়ে কয়জন? তারা তোমার কার্টুন কমিকস কিভাবে নেয়? টিপিক্যাল বাঙালি প্রশ্ন।

এটা আমি রিডার্স ডাইজেস্ট থেকে শিখেছিলাম। মানুষ তার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে নাকি বলতে পছন্দ করে। যেমন ওয়াচ ম্যানের বিখ্যাত আর্টিস্ট ডেভ গিভনকে যখন বললাম তোমার ছেলে-মেয়ে সম্পর্কে বলো, সে অতি উৎসাহে বলা শুরু করল, তার দুই স্টেপ মেয়ে আর এক ছেলে। ছেলে ডাক্তার... তার কাজ নিয়ে ছেলের মোটেই উৎসাহ নেই... ইত্যাদি ইত্যাদি।

যা হোক প্রথম দিনের তিনটি মিটিং (একটি স্কাইপ মিটিং সহ) শেষ করে হোটেলে ফিরে এলাম। প্রচণ্ড ক্লান্ত লাগছিল, মিটিং করা যে এত ক্লান্তির কে জানতো! সে রাতে ওরা ফাস্টফুড খেলো, আমি কিছু খেলাম না। লোটাসের কই তখনও হজম হয় নি, পাকস্থলিতে ঘাই মারছিল বলেই মনে হল!

হোটেলে ফিরে বাসায় ফোনে কথা বললাম স্ত্রী, কন্যা আর মায়ের সঙ্গে। তারপর রুমের বিশাল টিভিতে অদ্ভুত এক শো দেখতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম কে জানে।

পরদিন আসল প্রোগ্রাম। ইস্ট লন্ডনে যেতে হবে। সেখানে একটি আর্ট এন্ড কমিকস ফেস্টিভাল হচ্ছে, ওখানেই আমাদের মূল কাজ। টিউব রেলে করে যেতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের সঙ্গে আজ আছে নাহিন। সে ব্রিটিশ কাউন্সিলের পক্ষ থেকে এসেছে। খুবই স্মার্ট বয়; আর আছেন বেঙ্গল গ্যালারির জিনাত আপা। তাদের নেতৃত্বেই টিউব রেলে গেলাম ইস্ট লন্ডনে। গিয়ে দেখি হুলুস্থুল ব্যাপার। লাইন ধরে সবাই টিকিট কেটে ঢুকছে।

আমাদের টিকিট কাটতে হবে না, কারণ আমরা গেস্ট। অবশ্য পরে বুঝলাম টিকিটের কোনো কারবার নেই। পাউন্ড নিয়ে হাতে একটা করে লাল সিল মেরে দিচ্ছে।

এখানেও এক কাল্লুর সাথে লেগে গেল; সে আমাদের ঢুকতে দেবে না, কারণ আমাদের হাতে সিল মারা নেই।

উদ্যোক্তরা আমাদের পরিচয় দিল, আমরা গেস্ট।

পরে অবশ্য আমরাও একটা করে সিল লাগিয়ে নিলাম হাতে। কারণ মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে এটা সেটা খেতে হচ্ছিল।

ভিতরে কমিকসের সারি সারি দোকান। কমিকস বেচা-কেনা চলছে; নানান রকম কমিকস চরিত্রের পোস্টার, কার্ড এসবও বিক্রি হচ্ছে।

ফেস্টিভালে আমাদের জন্য আলাদা একটা টেবিল ছিল। সেখানে আমি বসলাম, আমার পাশে বসল স্কটল্যান্ড থেকে আসা এক কমিকস আর্টিস্ট।

ওখানে একটা প্রতিযোগিতার মতো হলো। আমাদের যার যার দেশের একটা জনপ্রিয় খাবার নিয়ে কমিকস স্ট্রিপ আঁকতে হবে।

স্কটল্যান্ডের আর্টিস্ট কি আঁকলো ঠিক বুঝলাম না! তবে আমি আঁকলাম আমার দেশের 'পান্তা ভাত' নিয়ে। আঁকা শেষ হলে সেটা আবার ওদের মিডিয়ার লোকজনের কাছে ব্যাখ্যা করতে হল। আমার পর্ব শেষ। এবার মেহেদী আর তন্ময় বসে গেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেস্টিভ্যালের দর্শকদের ক্যারিকেচার আঁকায়।

প্রথমে কেউ আঁকতে বসতে চাচ্ছিল না; কারণ তারা ভেবেছে এর জন্য পাউন্ড খরচ করতে হবে। পরে যখন বলা হল আমরা ফ্রি আঁকব, তখন একে একে সবাই বসে গেল। দেশ থেকে কিছু উন্মাদের টি-শার্ট নিয়ে গিয়েছিলাম, সেগুলো গিফট করা হল। সবাই ফ্রি টি-শার্ট আর ক্যারিকেচার পেয়ে মহা খুশি।

সেখানে অনেক বিখ্যাত কমিকস আর্টিস্ট ছিলেন। তারা তাদের গ্রাফিক নভেলে অটোগ্রাফ দিয়ে বই বিক্রি করছিলেন। মাইকে মাঝে মাঝে আমাদের কথাও বলা হচ্ছিল। যে আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি ইত্যাদি ইত্যাদি...।

তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে ওদের অনুষ্ঠানে কোনো আনুষ্ঠানিকতা নেই। দশটায় টাইম, ব্যাস শুরু হয়ে গেল। কোনো আলাদা করে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি এসবের কারবার নেই।

AMARBOI.COM

পরে এটা ভেবে আমার ভালো লেগেছে। আমি উন্মাদের তরফ থেকে যত প্রোগ্রাম করেছি, মানে কার্টুন প্রদর্শনীর কথা বলছি, সেখানেও কখনো কোনো আনুষ্ঠানিকতা করি নি। ওদের মতো সরাসরি অনুষ্ঠান শুরু...।

আসলে প্রধান অতিথিদের সময় নষ্ট করার দরকার কি? তা ছাড়া আমাদের দেশের যে কোনো অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরা সাধারণত এতটাই ধীরে সুস্থে আসেন যে প্রোগ্রাম পিছিয়ে যায় অনেক সময়।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা গল্প বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথকে একবার এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি করা হয়েছে। অনুষ্ঠান সাড়ে চারটায়। তিনি সাড়ে চারটায় গিয়ে দেখেন কেউ নেই। তখন তিনি একটা চিরকুটে দুলাইনের কবিতা লিখে চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলেন। সেই ছোট্ট চিরকুটটায় লেখা ছিল–

'এসেছিলাম, এসে দেখি কেউ নেই
আমার চারটা ত্রিশ বাজে চারটা ত্রিশেই...!'

এক ফাঁকে এক জায়গায় বসে কিছু বিখ্যাত কমিক আর্টিস্টের লেকচার শুনলাম, তবে সেটা বাধ্যতামূলক নয়। শুনতে চাইলে শুনতে পারো, না শুনলে নেই। ইস্ট লন্ডন নাকি বাঙালিদের জায়গা। কিন্তু ফেস্টিভ্যালে একটা বাঙালিও পেলাম না।

সারাদিন ফেস্টিভ্যালে কাটিয়ে টিউব রেলে করে ফিরে এলাম আমাদের হোটেলে। মাটির নিচ দিয়ে ঘন ঘন টিউব রেলে যাতায়াত করতে হচ্ছিল। অনেকটা ইঁদুরের মতো যেন মাটির সুড়ঙ্গ দিয়ে যাচ্ছি আর আসছি... আসছি আর যাচ্ছি...।

হঠাৎ ফিল করলাম আমার পিছনে ব্যথা করছে। তবে কি ইঁদুরের মতো লেজ গজাচ্ছে? ঘন ঘন মাটির নিচ দিয়ে যাতায়াত করার জন্য? না আসলে হঠাৎ ব্যাক পেইন শুরু হয়েছে। পরের দিনটা বড্ড কষ্টে কেটেছে আমার।

পরে অবশ্য আমার স্ত্রীর দিয়ে দেয়া একটা পেইন কিলার খেয়ে সুস্থ হয়ে গেলাম। পরেরদিন আমাদের অফ ডে, আমরা দীপের নেতৃত্বে বেরুলাম গ্রীন উইচ মিন টাইম। আবার টিউব রেল, ডাবল ডেকারে করে।

অসাধারণ এক জায়গা। পাহাড়ের উপর সেই বিখ্যাত ঘড়ি। অনেক পর্যটক সেখানে ভিড় করেছেন। আমরাও তাদের সঙ্গে মিশে গেলাম। সারাদিন অনেক কিছু দেখে ফিরে এলাম সন্ধ্যায়। লন্ডনের ঘড়িতে তখন দশটা বাজে। রাতে তন্ময় এসে হাজির, মুখে লাজুক হাসি।

– বস পাব-এ যাচ্ছি, আপনি যাবেন?

– বেশ চলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লন্ডনের পাব জিনিসটাও দেখা দরকার।

গেলাম ওদের সাথে। মেহেদী ক্লান্ত, সে গেল না। এবার আর তার ফোন চেক করা হল না! বেচারা ঘুমাক।

আমরা পাব-এ ঢুকলাম। প্রচুর ভিড়, সব ব্রিটিশ তরুণ-তরুণী বিশাল বিশাল গ্লাসে বিয়ার খাচ্ছে। গল্প, নাচ, হৈ চৈ...। অন্যরকম এক জগৎ।

পাব-এ বিয়ার ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না, কি আর করা...! (এখানেও এক কাল্লু আমাদের সাথে একটু ঝামেলা করেছে। বুঝলাম না ওরাও কালো আমরাও কালো, তারপরেও কেন এরকম করে? কাল্লু শব্দটা অবশ্য আমি স্নেহপরবশ হয়ে ব্যবহার করছি!)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্ব - ৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বইয়ের নাম শুরুতে মাইন্ড দ্যা গ্যাপ কেন রাখলাম সেটা একটু বিতং বলা দরকার।

আমরা যতবার টিউব রেলে চড়েছি ততবারই একটু পর পর স্পিকারে বলা হচ্ছিল, 'মাইন্ড দ্যা গ্যাপ... মাইন্ড দ্যা গ্যাপ...।' এর কারণ হচ্ছে–টিউব রেলের প্লাটফর্ম থেকে টিউব রেলের পাটাতন পর্যন্ত ইঞ্চিখানেক ফাঁক আছে। ঐ সামান্য ফাঁক সম্পর্কে বার বার সচেতন করা হচ্ছে যাত্রীদের। একবার নাকি কোনো এক তরুণীর পেন্সিল হিল ঐ ফাঁকে ঢুকে সামান্য দুর্ঘটনা ঘটেছিল... তাই এই বারংবার সাবধানতা।

আর আমাদের ঢাকার পাশের নারায়ণগঞ্জে নাকি একটা নতুন ট্রেন সার্ভিস চালু হয়েছে। সেখানে প্লাটফর্ম থেকে ট্রেনে উঠতে নয় ইঞ্চি গ্যাপ। বুঝুন তাহলে!

ওদের আরেকটা জিনিস ইন্টারেস্টিং লাগলো; সেটা হচ্ছে বাসস্টপে যাত্রী ছাউনিতে যে বসার বেঞ্চ, সেটা দৈর্ঘ্যে বেশ বড়ই, সাধারণ বেঞ্চের মতোই কিন্তু প্রস্থে তিন ইঞ্চি!

এটা কেন? কারণ যেন কোনো ভিখারী (ব্রিটিশ) বেঞ্চে শুয়ে থাকতে না পারে।

তবে ওদের ভিখারীরা খুই রোমান্টিক। সামনে দিয়ে হেঁটে গেলে শুধু মধুর স্বরে বলে, চেইঞ্জ! চেইঞ্জ!!

কেউ চেইঞ্জ দেয়... কেউ দেয় না। একদিন বাস স্টপে অপেক্ষা করছি, দেখি হুইল চেয়ারে করে গ্যালিলিও আসছেন (আমার কাছে তাই মনে হল চেহারা সুরতে)।

তিনি কাছে এসে গম্ভীর গলায় বললেন, 'সিগারেট?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তন্ময় সঙ্গে সঙ্গে একটা সিগারেট দিল (যদিও সে দাবি করে সিগারেট খায় না। হয়তো আমার জন্যই রাখে... যদিও আমিও খাই না!) সেই গ্যালিলিও একটার বদলে তিনটা সিগারেট নিয়ে চলে গেল। সে অবশ্য ব্রিটিশ না, গ্রিক, ভাগ্যের ফেরে লন্ডনের ফুটপাথে সিগারেট চেয়ে বেড়াচ্ছে।

তবে সব ব্রিটিশ ভিক্ষুকের সঙ্গে একটা করে কুকুর আছে। ভিক্ষুক যেমন স্মার্ট, তার কুকুর তার চেয়েও স্মার্ট। একদিন শুনি এক ভিক্ষুক তার কুকুরকে বলছে, 'হানি আজ মনে হয় আমাদের না খেয়ে থাকতে হবে...।' কোনো কোনো ভিক্ষুক আবার গিটার নিয়ে দারুণ সব গান গাইছে।

একদিন গেলাম ব্রিকলেনে গ্রাফিতি দেখতে। আসলেই দারুণ সব গ্রাফিতি দেয়ালে দেয়ালে। মুগ্ধ হওয়ার মতোই। ব্রিকলেনে এক বইয়ের দোকানে ঢুকে দেখি উন্মাদ বিক্রি হচ্ছে এক পাউন্ডে। কি জ্বালা, আমার কিছু বইও দেখলাম আছে। দেখে বেশ ভালোই লাগলো।

ইতোমধ্যে আমরা কিছু কমিক পাবলিশারের সাথেও সিটিং দিলাম, এটাও আমাদের প্রোগ্রামেরই অংশ। তারা কিভাবে কাজ করে, রয়্যালিটি সিসটেম কি ইত্যাদি নিয়ে আলাপ হল। আমাদের দেশে লেখক র‍্যায়ালিটি ১৫%, ওদের প্রায় অর্ধেক কিন্তু ওদের একটা এডিশন মানে অনেক কপি। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে ওরা বই ছাপিয়ে আনে চায়না থেকে। এমন কি বাঁধাই পর্যন্ত হয় চায়নায়। আসলে চায়নিজরা কোথায় যে নেই।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের নাহিনের কথা না বললেই নয়। সে অতি স্মার্ট বয়। আমাদের এই প্রোগ্রামের সে অন্যতম কো-অর্ডিনেটর। অনেকগুলো মিটিংয়ে সে আমাদের নিয়ে গেছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে লন্ডন শহরে অনেক সময় দেখা গেছে এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অদ্ভুত দৃশ্য, সে জিপিএস ডিভাইস হাতে আগে আগে চলছে আমরা তার পিছে পিছে লাইন দিয়ে চলেছি। সে ডাইনে যায় আমরা ডাইনে যাই, সে বাঁয়ে গেলে আমরা বায়ে... অনেকটা হ্যামিলনের বংশী বাদকের মতো অবস্থা! তবে এক্ষেত্রে বাঁশির বদলে তার হাতে জিপিএস ডিভাইস।

আমাদের সময় ফুরিয়ে আসছিল। এর মধ্যে একদিন বাকিং হাম প্যালেস দেখতে গেলাম, ইংলিশ চ্যানেল দেখলাম (ইংলিশ চ্যানেল দেখতে যে ট্রেন দিয়ে যেতে হয়েছিল সেটা টিউব রেল নয়, কিন্তু সেই রেলে কোনো ড্রাইভার ছিল না, ড্রাইভার বিহীন ট্রেন)।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম দেখলাম। ব্রিটিশ মিউজিয়াম বিশাল বড়। আমি বললাম, 'এক সঙ্গে থেকো, হারিয়ে গেলে সমস্যা হবে।'

মেহেদী বলল, 'সমস্যা নাই ফোন তো আছেই সঙ্গে।' বলে সে অন্যদিকে চলে গেল।

আমি তন্ময় আর আমাদের নতুন গাইড আসাদ। (দীপ তার কোনো কাজে একটু ব্যস্ত বলে তার বন্ধু আসাদকে আমাদের সঙ্গে দিয়েছে, সেও চমৎকার ছেলে, লন্ডনে পড়াশুনা করছে।) আমরা মিশরের অংশটুকু ঘুরে ঘুরে দেখছি। মেহেদীর খবর নেই।

এর মধ্যে তন্ময় বলল, 'মেহেদী ভাই ফোন দিছে।'

আমি বললাম, 'ধইরো না।'

সে ধরল না।

বিদেশ বিভুঁইয়ে মেহেদীকে একটু টাইট দেয়া যাক! কিছুক্ষণ হারিয়ে থাকুক।

তন্ময় আবার বলল, 'বস, মেহেদী ভাই ঘন ঘন ফোন দিচ্ছে কি করি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললাম, 'ওকে মিশরের পার্টে আসতে বল।'

সে তাই বলল।

মিশরের পার্ট আর মেহেদী খুঁজে পায় না।

আবার ঘন ঘন ফোন।

আমরা ফোন ধরি না।

তারপর অনেকক্ষণ পরে মেহেদীকে পাওয়া গেল। সে হতাশ হয়ে এক কোণায় বসে ছবি আঁকছে। আকান্তিসের ফরেন ওয়ার্কশপ।

তখন আমি এক মহান বাণী দিলাম–

'কেউ আসলে হারায় না জায়গা বদল করে মাত্র!...হা হা...'

ঘোরা-ঘুরির ফাঁকে ফাঁকে আমাদের কেনা-কাটাও চলছিল। এ ব্যাপারে মেহেদী আমার সর্বনাশ করেছে। সে কিছু একটা দেখলে বলে, 'আহসান ভাই দেখেন, জিনিসটা দারুণ না? একটা নিতে হবে।'

তার কথা শুনে আমি ঝটপট কিনে ফেলি; পরে দেখি সে কেনে নি, আমি কিনে বসে আছি। এরকম মেহেদী আমাকে উসকে দিয়ে দিয়ে... আমাকে কত কিছু যে কিনিয়েছে! কিন্তু মেহেদী ঝাড়া হাত পা।

তবে ওস্তাদের মাইর শেষ রাতে। শেষ দিনে মেহেদী এমন সব দামি দামি ইলেকট্রনিক জিনিস কেনা শুরু করল, যে, তার প্রায় সব টাকাই শেষ।

কিছু পাউন্ড রাখতে হবে আমাদের, কারণ রেডিসন ব্লু হোটেল ছেড়ে দিয়ে আমাদের দুদিন নিজের খরচে হোটেল ভাড়া করে থাকতে হবে, খেতেও হবে।

আবার একটা ইচ্ছে আছে আমরা স্টোনহেঞ্জ দেখতে যাব। তো একদিন আমাদের খুব খিদে লাগলো। কিন্তু পকেটের পয়সা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসাব করা। বাড়তি খাওয়া বন্ধ... খেলেও হিজ হিজ হুজ হুজ। তন্ময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একটা আইসক্রিম কিনে ফেলল। আমিও ডাবল ঝুঁকি নিয়ে একটা স্যুপ কিনে ফেললাম। মেহেদী ঘোষণা দিল, 'আমি খাবো না... আমার টাকা সেভ করতে হবে।' মেহেদির জন্য মায়া হলেও কিছু করার নেই। জীবন নিষ্ঠুর... ওর সামনেই আমি আর তন্ময় খেতে লাগলাম।

তবে না, আমাদের সমস্যা হয় নি। লোটাস সময় মতো ফোন করাতে আমাদের টেনশন কেটে গেল। ওর ফোন পেয়ে আমরা হোটেল ছেড়ে একটা বিশাল ঢাউস গাড়ি ভাড়া করলাম ষাট পাউন্ডে। আমাদের সেকেন্ড গাইড চট্টগ্রামের ছেলে আসাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চললাম লোটাসের বাড়ির উদ্দেশ্যে লোটন শহরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্ব - ৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোটন শহরটা পাহাড়ের উপর চমৎকার এক শহর। শান্ত নিরিবিলি। এখানেই বিশাল এক বাড়ি ভাড়া করে থাকে আমাদের লোটাস। গিয়ে দেখি বাড়ির পিছনের লনে বারবিকিউয়ের বিশাল আয়োজন। মুরগি পোড়ানো হচ্ছে, সাথে নানান ধরনের হালকা ও কঠিন ধরনের পানীয়... {পানীয়ের প্রসঙ্গে বেশি কিছু না বলাই ভালো। এই বই গুরুজনরাও পড়বে। তবে এটুকু বলা যায় যে মেহেদী সবসময় কমিকস চরিত্র অরণ্যদেব। আর আমি সব কিছু চেখে দেখায় বিশ্বাসী, আর তন্ময়ের কথা কি আর বলব...। তবে একটুকু বলা যায় একসময় সে হাউ মাউ কান্না জুড়ে দিল। তার কান্নার কারণ, আমি আর মেহেদী তার সর্বনাশ করেছি তার আসলে কার্টুনিস্ট হওয়ার কোনোই ইচ্ছে ছিল না। সে হতে চেয়েছিল ফটোগ্রাফার আমাদের প্যাচে পড়ে এখন কার্টুনিস্ট... ইইই... (কান্নার আওয়াজ)।

তবে না, বারবিকিউ পার্টিটা সত্যিই অসাধারণ হয়েছিল। প্রচুর ঠাণ্ডা, মাথার উপরে আপেল গাছ। সামনে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে তার আরামদায়ক উত্তাপ। এটা সেটা খাচ্ছি। আমাদের প্রোগ্রামের কোনো চাপ নেই, সম্পূর্ণ ফ্রি... আহ কি আরামদায়ক রিল্যাক্স।

দেশের কথা মনে পড়ে মনটা বিষাদ হয়ে গেল। কত সহস্র মাইল দূরে স্ত্রী কন্যা মা সবাইকে ছেড়ে... অদ্ভুত এক অনুভূতি। মানুষ কেন যে নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশে থাকে।

উপরে তাকিয়ে দেখি এলিগ্যান্ট মহাবিশ্ব আপেল গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারবিকিউ শেষ করে রাতের লোটন শহর দেখাতে নিয়ে বেরুলো লোটাস। অনেক কিছু দেখলাম, রাতে যতটা দেখা যায়। মজার ব্যাপার যেটা জানলাম সেটা হচ্ছে লোটন শহরে একটা ছোট্ট এয়ারপোর্ট আছে যেখানে শত শত ছোট বড় প্লেন উঠছে নামছে, দাঁড়িয়ে আছে। অনেকটা আমাদের দেশের টেম্পু স্ট্যান্ড-এর মতো। এখান থেকে হরদম প্লেন যাচ্ছে প্যারিস। ভাড়া ত্রিশ চল্লিশ পাউন্ড–প্লেনের ওজন বুঝে। অফ সিজনে নাকি এক পাউন্ডেও প্যারিসে যাওয়া যায়... কিমাশ্চর্যম!

ঘণ্টা খানেক পর ফিরে এলাম লোটাসের বাসায়।

পরদিন স্টোনহেঞ্জ দেখতে যাব, সেই উত্তেজনা নিয়ে ঘুমুতে গেলাম; তবে ঘুমানোর আগে রাতে জটিল আড্ডা হল। হাত দেখা হল... ভূতের গল্প হল... কত কাহিনী!

AMARBOI.COM

প্রসঙ্গ : স্টোনহেঞ্জ

আজ থেকে দশ বছর আগে কয়েক বন্ধু মিলে একটা পত্রিকা বের করলাম। নাম 'ট্রাভেল এন্ড ফ্যাশন'। ট্রাভেল থাকবে সেই সঙ্গে ফ্যাশন (ফ্যাশন থাকার কারণ আমার বন্ধুদের সবার একটা করে ফ্যাশন হাউজ আছে। তাই তারা তাদের ফ্যাশন হাউজের বিজ্ঞাপন দেবে)।

প্রথম সংখ্যায় নানান ধরনের ফিচার থাকছে। এই সময় আমার এক বন্ধু ইংল্যান্ড যাচ্ছে। তাকে বললাম তুই ওখানে গিয়ে স্টোনহেঞ্জ দেখে আমাকে একটা লেখা পাঠাবি। স্টোনহেঞ্জের প্রতি আমার গভীর দুর্বলতা। সে সানন্দে রাজি হল। কিন্তু তারপর আর তার খবর নেই। আমি হতাশ হয়ে গেলাম।

ততক্ষণে আমার পত্রিকার ডিজাইনার স্টোনহেঞ্জের বেশ কিছু ছবি নামিয়ে মেক আপ দিয়ে ফেলেছে কিন্তু লেখা নেই। আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই স্টুপিড শত্রু (এখন আর বন্ধু নয়) লেখা পাঠাচ্ছে না। আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। কি করা, তখন এক কাজ করলাম; নিজেই ঘেঁটে ঘুঁটে একটা লেখা রেডি করলাম। এ্যাজ ইফ একজন গিয়েছে স্টোনহেঞ্জ দেখতে, তার চোখে স্টোনহেঞ্জ দেখা। ছদ্মনামে লিখলাম।

ঈশ্বরের কি খেলা। দশ বছর পর আমি নিজেই গেলাম ইংল্যান্ড। তখন ঠিক করলাম স্টোনহেঞ্জ দেখে আমার সেই বন্ধুর থোতামুখ ভোতা করতে হবে।

স্টোনহেঞ্জ যাওয়ার জন্য লোটাস একটা গাড়ি ঠিক করল যার ভাড়া হচ্ছে দেড়শ পাউন্ড, আসলে ভাড়া আড়াইশ পাউন্ড কিন্তু লোটাসের খাতিরের বলে দেড়শ পাউন্ড।

প্রায় দুঘন্টা জার্নি করে আমরা সেলসবারি রওনা হলাম। ওখানেই স্টোনহেঞ্জ। এই দীর্ঘ যাত্রাটা মন্দ হল না। নানান জিনিস দেখতে দেখতে গেলাম। পথে একবার স্টপওভার। সেখানে হালকা খাওয়া-দাওয়া কেনা-কাটা। সবাই তাই করছে।

আমি একটা ছাতা কিনলাম। ছাতার প্রতি আমার এক ধরনের ফ্যাসিনেশন আছে। তারাপদ রায়ের 'ছাতা' নামে একটা গল্প পড়েই আমার মনে হয়েছিল আরে এ ধরনের মজার রম্য লিখলে কেমন হয়। এই ছাতা হাতেই আমি ঢাকা এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করেছিলাম। এয়ারপোর্টে আমাকে রিসিভ করতে এসে আমার স্ত্রী খুবই হতাশ হয়েছে। আমি নাকি বুড়োদের মতো ছাতা হাতে নামছি, এই দৃশ্য সে নিতে পারে নি।

যা হোক অবশেষে পৌছুলাম স্টোনহেঞ্জ। দূর থেকে স্টোনহেঞ্জের বিশাল বিশাল পিলারগুলো দেখেই বুকের ভিতরটা গুড় গুড় করে উঠল। কাছে গিয়ে টিকিট কাটলাম। তারা একটা করে মোবাইলের মতো বস্তু গলায় ঝুলিয়ে দিল। মানে আমরাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝুলিয়ে নিলাম। সেটাতে এমন সিসটেম করা আছে স্টোনহেঞ্জের কাছে গিয়ে নাম্বার দেখে দেখে বোতাম টিপে টিপে বর্ণনা শুনতে হবে।

সবাই ছবি তুলছে। কিছু বিদেশীকে দেখলাম আশে-পাশে পদ্মাসনে বসে আছে। একজন বৃদ্ধা মহিলাকে দেখলাম হাতে অদ্ভুত দর্শন বাঁকা ভেড়া মুখো লাঠি, সে নিজেকে উইচ বলে দাবি করছে। তার আশে-পাশে কিছু বিদেশী তরুণ-তরুণী ঠাট্টা তামাশা করছে। মেহেদী আর তন্ময় ওখানে বসে আকান্তিসের ওয়ার্কশপ খুলে বসল।

এর মধ্যে তখন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। প্রচুর বিদেশী পর্যটক। বাঙালি বলতে আমরা কজনা। আরো কিছু সময় কাটিয়ে আমরা রওনা হলাম। ফেরার পথে স্টোনহেঞ্জের নানান জিনিসপত্র কিনলাম আমরা।

এরপর গাড়ির কাছে গিয়ে লোটাসের আনা ডিম খিচুড়ি খাওয়ার পালা। খিচুড়ি বেশ নরম যেমনটা হয়, কিন্তু সিদ্ধ ডিম আর কিছুতই ফাটে না! ইংল্যান্ডের ডিম বলে কথা!! কি করা?

আমি বুদ্ধি দিলাম, 'চল আবার, স্টোনহেঞ্জের পাথরে বাড়ি দিয়ে যদি ভাঙা যায়!'

কিন্তু আবার দশ ডলার টিকিট কেটে ঢুকতে হবে বলে কারও বিশেষ ইচ্ছে হল না। শেষ-মেষ কোন মতে ডিম ফাটিয়ে খাওয়া হল। গুড়ি গুড়ি ব্রিটিশ বৃষ্টির মধ্যে খিচুরি ডিম বেশ ভালোই লাগলো।

এবার ফেরার পালা। ফেরার সময় গাড়ির মালিক (এখন আর তার নামটা মনে নেই) ততক্ষণে আমাকে চিনতে পেরেছে। আমি একজন বিশিষ্ট কার্টুনিস্ট, হুমায়ূন আহমেদ, মুহম্মদ জাফর ইকবালের ভাই। তার কাছে হঠাৎ করে আমার কদর বেড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেল। সে আমাকে আবার ইংল্যান্ড আসার দাওয়াত দিল। এরপর এলে সে ক্যারাভান ভাড়া করে নিজের খরচে প্যারিস নিয়ে যাবে এবং আরো ছয়টা দেশ দেখাবে। ...ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে স্টোনহেঞ্জ দেখে সে-ও বিস্মিত; বারো বছর ধরে ইউকেতে আছে, এই জিনিস দেখে নি বলে আফসোস করল।

বলাই বাহুল্য আমার সেই বন্ধু যার দশ বছর আগে আমাকে স্টোনহেঞ্জ নিয়ে লেখা দেয়ার কথা ছিল, তার সাথে দেখা হয়েছিল। সেই গর্দভ এখনো (আশা করি সে এই বই পড়বে না) স্টোনহেঞ্জ দেখে উঠতে পারে নি। তবে আমি এখন বলি পৃথিবীতে দু শ্রেণির মানুষ আছে; এক হচ্ছে যারা স্টোনহেঞ্জ দেখেছে, আর একশ্রেণি হচ্ছে যারা দেখেনি... হা হা হা।

এবার সেই লেখাটি পুন প্রচার করছি যেটা স্টোনহেঞ্জ না দেখে লিখেছিলাম। কিন্তু পড়তে গিয়ে আবার মনে হল আরে না দেখেই তো মনে হচ্ছে সত্যিই দেখেছিলাম...

AMARBOI.COM

স্টোনহেঞ্জ না দেখে লেখা!

ব্যাপারটার সামনে দাঁড়িয়ে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। এতো বিশাল একটা ব্যাপার?? হ্যাঁ স্টোনহেঞ্জ দক্ষিণ ইংল্যান্ডের কাছে একটা শহর সলিসবারী, সেখান থেকে ১৩ কিলোমিটার উত্তরে।

স্টোনহেঞ্জে বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বিশাল সব পাথরের পিলার। তারা বৃত্তাকারে দাড়িয়ে আছে। তিনশ ফুটের মতো ব্যাসের বিরাট বৃত্তের আকারে অপ্রশস্ত গর্তে ও একটু ভিতরে সমান আরেকটা বৃত্তে সাজানো অনেক ছোট ছোট গর্ত। এই ছোট গর্তগুলোর মধ্যেই পুতে রাখা হয়েছে বিশাল পাথরের স্তম্ভগুলোকে একের পর এক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যেকটা পাথরের ওজন ৫০ টনের মতো, এবং পাথরগুলো দেখলে মনে হয় খুব যত্ন করে পাথরগুলোকে আয়ত আকার দেয়া হয়েছে, হয়তো বহুদিন ধরে।

প্রতিটি পাথর চব্বিশ ফুট উঁচু। এরকম প্রায় ত্রিশটি পাথর। এদের মাথার উপর আড়াআড়ি করে সাজানো। একই মাপের পাথর, অবশ্য সব খাড়া পাথরের উপর আড়াআড়ি পাথর নেই। আবার ভিতরে অশ্বক্ষুরাকৃতি আকারে সাজানো আছে আরো কিছু ছোট ছোট পাথর। সেগুলোর ওজনও কম নয়। বিশ টন তো হবেই।

অশ্বক্ষুরাকৃতিতে সাজানো পাথরগুলোর যেদিকে মুখ খোলা সেদিক দিয়ে সোজা তিন কিলোমিটার চলে গেলে পাওয়া যাবে একটা নদী, খোলা মুখটার উল্টোদিকে রয়েছে বিশেষভাবে বিশাল আরেকটি পাথর যাকে বলা হয় অলটার (বেদী)।

কিন্তু কারা তৈরি করল এসব? ধারণা করা হয় পুরাতন প্রস্তর যুগ শেষ হওয়ার পর নব্য প্রস্তর যুগের শুরুতে তৈরি হয় এগুলো এবং পাঁচ হাজার বছর ধরে কোনো একটি জনগোষ্ঠী নয় একাধিক জনগোষ্ঠী মিলে এই বিশাল কাজটি করেছে।

এবং আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে পলিনেশিয় দ্বীপে কনটিকি অভিযান থর ও হায়ারদাহল যে বিস্ময়কর ব্যাপারটি আবিষ্কার করেছিলেন যে, সেই দ্বীপের কনটিকি দেবতার পাথরের মূর্তিটি ঐ দ্বীপেই স্থানীয় পাথর থেকে তৈরি ছিল না। পাথর আনা হয়েছিল অন্য কোনো জায়গা থেকে। এই পাথরগুলোর ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার; বিশাল এই পাথরগুলো স্থানীয় নয়। বড় পাথর আনা হয়েছে ২৪ মাইল দূরের মার্লবরো ডাউন্স থেকে, আর ছোট পাথরগুলো আনা হয়েছে আরো অনেক দূরের দনি ওয়েলস থেকে। হয়তোবা সমুদ্র ও নদীপথে নৌকায় করে আনা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কেন তারা এই বিশাল পাথরগুলো দিয়ে এরকম একটি অদ্ভুত কাণ্ড করল? রহস্যটা কি? নিছকই খেলা? না এর মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞান?

সূর্যোদয়ের দিকের সঙ্গে সাজানো পাথরের এই বিন্যাসের একটি সম্পর্ক রয়েছে। বছরের সব চেয়ে লম্বা দিন ২১ জুন। ঐ দিনটি চক্রাকারে সাজানো মূল পাথরগুলোর থেকে দূরে হিলস্টোন নামে বিশেষ একটি পাথর রয়েছে, যেটার বরাবর পেছন থেকে ঐ দিন সূর্যোদয় হয়... আজও হচ্ছে, চার পাঁচ হাজার বছর আগেও হতো। তবে কি এই বিশাল পাথরগুলো আসলে বিশেষ কোনো পাথুরে ক্যালেন্ডার? ঋতু পরিবর্তন, বছরের নানান সময়ের হিসাব রাখার জন্য কোনো বিশেষ ধরনের জ্যামিতিক স্থাপত্য? নাকি কোনো প্রাচীন মানমন্দির? কে জানে! ভাবতে ভাবতে ফিরে চললাম দলবল নিয়ে। ভাবতে ভালো লাগছিল বেড়াতে আসাটা আমার সার্থক হয়েছে এবার।

AMARBOI.COM

পরিশিষ্ট

অবশেষে ফেরার পালা। সেই একই সিসটেমে ফিরে যেতে হবে দুবাই হয়ে ঢাকা। আমি সবসময় আমার পাসপোর্টের ব্যাপারে সতর্ক, একটু পর পর পকেটে হাত দিয়ে দেখি আছে তো? আছে।

প্লেনে ওঠার আগে একটু টয়লেটে যাওয়া দরকার। ওরা দুজন কি কিনতে গেছে। এই ফাঁকে আমি টয়লেটের দিকে রওনা দিয়েছি, হঠাৎ দেখি এক ব্রিটিশ আমার কোট ধরে টানছে।

আমি ভয় পেয়ে গেলাম, তবে কি বঙ্গবাজার থেকে কেনা আমার কোট-এর আসল মালিক এই ব্রিটিশ? টের পেয়ে টানাটানি শুরু করেছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে বুঝলাম, না, তা নয়। অতি সাবধানী আমি আমার পাসপোর্ট চেয়ারের উপরে ফেলে রেখে টয়লেটের দিকে রওনা হয়েছিলাম, সেটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই কোট ধরে টানাটানি। ভিনদেশীকে ধন্যবাদ দিয়ে পাসপোর্ট নিয়ে টয়লেট সারলাম।

প্লেনে উঠে মনে হল... আহা কি সুন্দর গোছানো একটা দেশ দেখে এলাম। মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম ব্রিটিশ কাউন্সিলকে এরকম একটি প্রোগ্রামে আমার মতো একজন সামান্য মানুষকে টিম লিডার করার জন্য, আর একই সঙ্গে এটাও ফিল করলাম নিজের দেশটার চেয়ে প্রিয় আর কি আছে...। অনেক কষ্ট দুঃখ আছে দেশটায়, তাতে কি? দেশটা তো আমার... একান্তই আমার।

AMARBOI.COM

অবশেষে ঢাকায় প্লেন ল্যান্ড করেছে। আমার দুই সহযাত্রীর দিকে তাকালাম, তারা ব্যাগ এন্ড ব্যাগেজ নামাচ্ছে, প্লেন থেকে নামতে হবে। মেহেদী আর তন্ময় দুই তরুণ কার্টুনিস্ট তারা আমার মতোই জীবনের পেশা হিসেব বেছে নিয়েছে কার্টুনকে। আমি তো জানি কতটা কষ্টকর হবে এই পেশা তাদের জন্য, আমিতো এই পেশায় পার করে এসেছি অনেকগুলো বছর... তারপরও কার্টুনের প্রতি ভালোবাসায় তারা আমার সঙ্গে আছে, আমিও আছি তাদের সঙ্গে... যেতে হবে আরো অনেকটা পথ।

সেই থমাস কার্লাইলের ভাষায় বলতে হয়, 'বন্ধু সামনে কি আছে তুমি জানো না... তারপরও পিছনে তাকিয়ো না... কারণ পেছন সব সময় অতীত। মানুষ যে কেবল ভবিষ্যতেরই অভিযাত্রী...!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইস্ট লন্ডন কমিক এন্ড আর্ট ফেস্টিভালে
ঢাকা কমিকস্-এর মোড়ক উন্মোচন

লন্ডন ব্রিটিশ কাউন্সিল
প্রতিনিধির সাথে
রিপ্লিস বিলিভ ইট
অর নট-এর
প্রধান কার্যালয়ের
সামনে আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

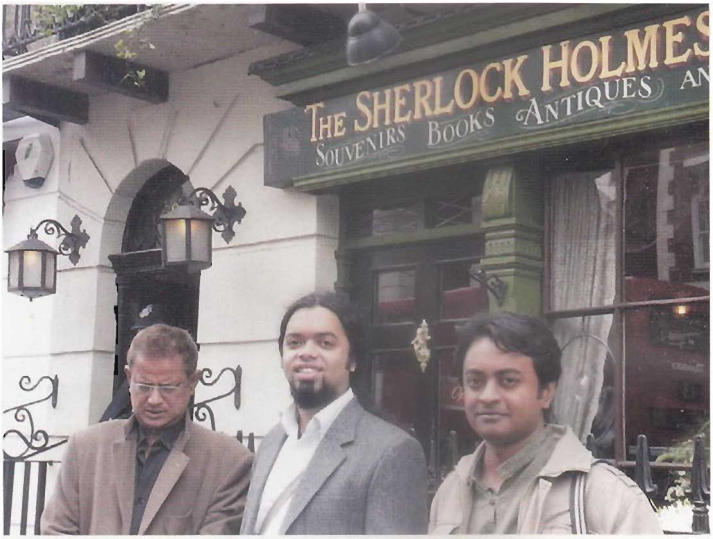

▲ শার্লক হোমস মিউজিয়ামের সামনে

▶ লন্ডন ব্রিটিশ কাউন্সিল প্রতিনিধির সাথে লন্ডনের বিখ্যাত কমিকস পাবলিকেশন্স 'গস্'-এর সামনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

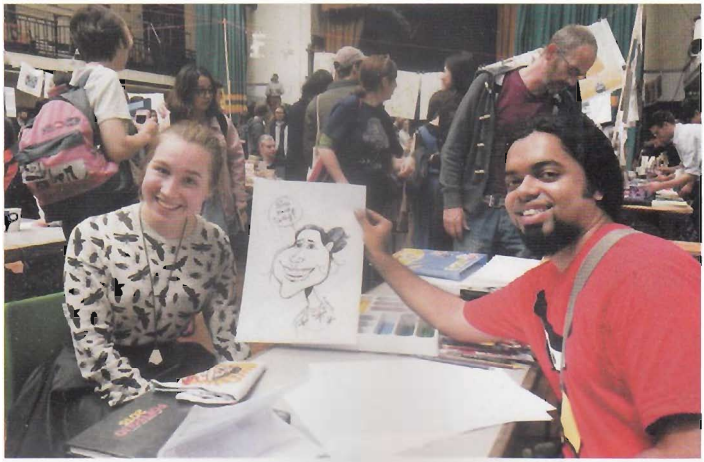

ইস্ট লন্ডন কমিক এন্ড আর্ট ফেস্টিভালে
তন্ময়ের ক্যারিকেচার ওয়ার্কশপ

... ...

ইস্ট লন্ডন কমিক এন্ড আর্ট ফেস্টিভালে
স্কটল্যান্ড-এর এক আর্টিস্টের সাথে আমার প্রতিযোগিতা

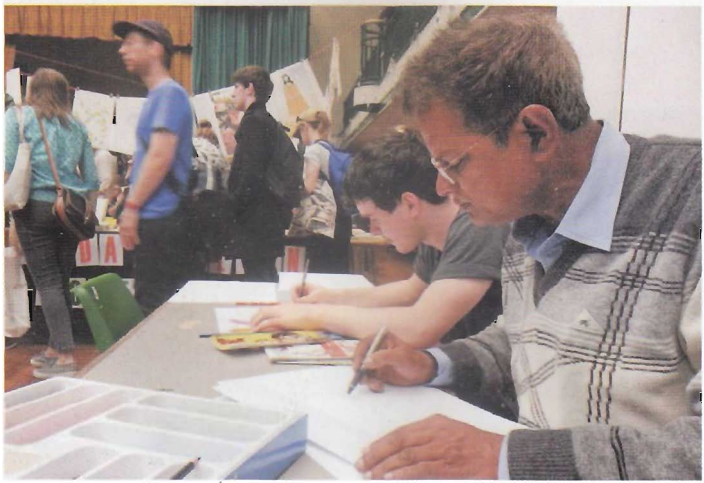

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইস্ট লন্ডন কমিক এন্ড আর্ট ফেস্টিভাল
মঞ্চের সামনে আমরা তিনজন

... ...

ওয়াচম্যানের বিখ্যাত আর্টিস্ট ডেভ গিভন-এর সঙ্গে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রিটিশ কমিকস্ আর্টিস্ট
ইলিয়া-র সঙ্গে আমি, একটি পাব-এ

... ...

ব্রিটিশ গ্রাফিক নভেল আর্টিস্ট
ক্যারি ফ্রান্সম্যান-এর সঙ্গে আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▲ ব্রিকলেনের এক বইয়ের দোকানে এক পাউন্ডে উন্মাদ কেনা

লন্ডনের ঐতিহ্যবাহী টেলিফোন বুথের সামনে, যদি দেশ থেকে কোনো টেলিফোন আসে– এই দুরাশায়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▲ ব্রিটিশ কমিকস্ গবেষক ও আর্টিস্ট-এর সঙ্গে
আমাদের প্রথম বৈঠক

▼ বিগ ব্যাং-এর সামনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশেষে স্টোনহেঞ্জ-এর সামনে আমি

... ...

স্টোনহেঞ্জ-এর সামনে আমরা তিন কার্টুনিস্ট
আমার ডানে তন্ময় বাঁয়ে মেহেদী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~